যুগান্তর

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৯ হাজার

ভর্তি শুরু ২১ অক্টোবর * সুযোগ পাবেন না ৪০ হাজার শিক্ষার্থী

প্রকাশ : ১৬ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ৪৯ হাজার ৪১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে ছাত্র ২২ হাজার ৮৮২ (৪৬ দশমিক ৩১ শতাংশ), ছাত্রী ২৬ হাজার ৫৩১ (৫৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ)। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন একজন ছাত্র- ৯০ দশমিক ৫। ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর ৮৯। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি শুরু হবে ২১ অক্টোবর।

মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের কনফারেন্স রুমে মঙ্গলবার বিকালে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য দেন অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, এ বছর সরকারি ৩৬ সরকারি মেডিকেল কলেজে ৪ হাজার ৬৮ আসন ও ৭০ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৬ হাজার ৩৩৬ আসন মিলে মোট ১০ হাজার ৪০৪টি আসন। এর বিপরীতে ৭২ হাজার ৯২৮ শিক্ষার্থী আবেদন করেন। তবে পরীক্ষায় অংশ নেন ৬৯ হাজার ৪০৫ জন। ১১ অক্টোবর ১৯ কেন্দ্রে ৩২ ভেন্যুতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাপরিচালক বলেন, এবারও নারীরাই এগিয়ে আছেন। ফল সন্ধ্যা ৭টা (মঙ্গলবার) থেকে টেলিটক সিমের মাধ্যমে জানা যাবে। উত্তীর্ণদের ফলাফল যার যার মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে। এছাড়া একই সময় থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের ওয়েবসাইটেও (http://www.dghs.gov.bd) পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক আজাদ বলেন, মেধা তালিকা অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি শুরু হবে ২১ অক্টোবর থেকে এবং শেষ হবে ৩১ অক্টোবর। ক্লাস শুরু হবে ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি থেকে। পরীক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ করতে পারবেন আগামী ২১ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। টেলিটক সিমের মাধ্যমে আবেদন করে তারা এ প্রক্রিয়া চালাতে পারবেন।

প্রশ্নপত্রের বিষয়ে জানানো হয়, এবার যেরকম প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে সেই প্রশ্ন পরীক্ষার এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীরা পেলেও পড়ে পাস করতে পারবে না (আগে থেকে ভালো প্রস্তুতি না থাকলে)। তাদের কমপক্ষে এক দিন আগে পেতে হবে। আর আমরা পরীক্ষার প্রশ্ন প্রিন্ট করেছি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে। যে কারণে অন্যান্যবার যে প্রশ্নপত্র পরিবহন করতে আমাদের ৬৫টি ট্রাঙ্কের প্রয়োজন হতো এবার সেখানে প্রয়োজন হয়েছে মাত্র ২৯টি। মোদ্দাকথা এবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সুযোগ ছিল না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন। তিনি বলেন, খুলনায় প্রশ্ন বাণিজ্যের যে অভিযোগ উঠেছে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে মামলা হয়েছে। সে কোচিং সেন্টারটিও বন্ধ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইউসুফ হারুন বলেন, কোচিং সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে এ ধরনের সমস্যা থেকেই যাবে। যদিও পরীক্ষার একমাস আগে থেকে আমরা কোচিং বন্ধ করার নির্দেশনা দেই। ইতিমধ্যে অনেক কোচিং সেন্টার বন্ধ করা হয়েছে। যারা নিয়ম মেনে কোচিং পরিচালনা করে না। আশা করি এটা আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণে আসবে। তিনি আরও বলেন, যে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কেউ যদি সংযুক্ত থাকে যথাযথ প্রমাণ ও অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে ভর্তিচ্ছুরা বলছেন, তাদের লক্ষ্যই থাকে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে আসন মাত্র ৪ হাজার। উত্তীর্ণ হয়েছে ৪৯ হাজার। অর্থাৎ ৪৫ হাজার শিক্ষার্থীই বঞ্চিত হবে। এর মধ্যে ৬ হাজার শিক্ষার্থী যদি বেসরকারিতে ভর্তিও হয়, তাহলেও ৩৯ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী কোথাও সুযোগ পাবে না।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।